১৩ উপজেলার ২১৬ স্কুলে নেই প্রধান শিক্ষক

সৈয়দ মাহফুজ রহমান ভাণ্ডারিয়া

৩ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ নভেম্বর ২০১৯ ২৩:৩০

ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলার ২১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে চলছে স্কুলগুলো। এতে স্কুলগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষাদানসহ নানা সমস্যার মধ্যে পড়ছে। বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধি করতে শিক্ষাবিদগণ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ময়মনসিংহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. শফিউল হক জানান, প্রতিক্লাসে ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও অনেক স্কুলে শতাধিক শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছে। ময়মনসিংহ সদর উপজেলাসহ মুক্তাগাছা, ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া, ভালুকা, গফরগাঁও, নান্দাইল, ঈশ্বরগঞ্জ, গৌরীপুর, ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট, ফুলপুর, তারাকান্দা উপজেলায় মোট ২১৬টি প্রধান শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। তার মধ্যে শতকরা ৬৫ শতাংশ সহকারী শিক্ষক থেকে পদোন্নতি দিয়ে পূরণ করা হবে ১৭০টি পদ। অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ ৪৬টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

ইতিপূর্বে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণের ফলে অনেক স্কুলের শিক্ষক মন্ত্রণালয়ে বেঁধে দেওয়া যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিবেচিত না হওয়ায় তাদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি হয়নি। পদোন্নতি না পাওয়া এমন ১২৮টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাইকোর্টে মামলা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছে না।

advertisement

গণ কল্যাণ পরিষদ (জিকেপি) নির্বাহী পরিচালক, শম্ভুগঞ্জ জিকেপি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্নিং বডির সভাপতি শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক ড. মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, অবিলম্বে মামলার নিষ্পত্তি করে জেলার সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন স্কুলে এক ক্লাসে শতাধিক শিক্ষার্থীও দেখা যায়, যেখানে একজন শিক্ষকের জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান আরও বাড়াতে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানিয়েছেন।